(১) কেন্দ্রীয় কৃত্যক (The Central Services)

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক বলতে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সাধারণ কর্মচারীদের বোঝায়। এই শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের পদগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। এই তিন ধরনের পদ হল : প্রশাসনিক পদ, সচিবালয়ের পদ এবং করণিকের পদ। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যেক বিভাগেই প্রশাসনিক পদ বর্তমান। কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের ব্যাপারেই কেন্দ্রীয় কৃত্যক বর্তমান। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় কৃত্যকের অধীনে আছে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক যে কোন বিভাগের কাজকর্ম। কেন্দ্রীয় কৃত্যকের অন্তর্ভুক্ত হল : ভারতীয় পররাষ্ট্র কৃত্যক (Indian Foreign Service), ভারতীয় আয়কর কৃত্যক (Indian Income Tax Service), ভারতীয় হিসাব পরীক্ষা ও গণনা কৃত্যক (Indian Audit and Accounts Service), ভারতীয় ডাক কৃত্যক (Indian Postal Service) এবং ভারতীয় রেলওয়ে কৃত্যক (Indian Railway Service)।

কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের পদগুলি চার ধরনের : সচিব বা ব্রাঞ্চ আধিকারিক (Secretary or Branch Officer), তত্ত্বাবধায়ক বা সেক্‌শন আধিকারিক (Superintendent or Section Officer), সহকারী তত্ত্বাবধায়ক (Assistant Superintentdent or Section Officer)।

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে দু'ধরনের করণিক থাকেন। এঁরা হলেন উচ্চশ্রেণীর করণিক (Upper Division Clerk) এবং নিম্ন শ্রেণীর করণিক (Lower Division Clerk)।

পদমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক আবার চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত। এই চারটি শ্রেণী হল : প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, তৃতীয় শ্রেণী ও চতুর্থ শ্রেণী (Class I, Class II, Class III, এবং Class IV)। তৃতীয় বেতন কমিশনের প্রতিবেদনের পর প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী প্রভৃতির পরিবর্তে গ্রুপ-এ (Group A), গ্রুপ-বি (Group B), গ্রুপ-সি (Group C) এবং গ্রুপ-ডি (Group D) কথাগুলি ব্যবহার করা হয়। প্রথম শ্রেণীর সকল এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিকাংশ পদই হল গেজেটেড (Gazetted) পর্যায়ের। বাকি পদগুলি কিন্তু গেজেটেড নয়। রাষ্ট্রপতি প্রথম শ্রেণীর কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের অন্তর্ভুক্ত পদগুলিতে নিয়োগ করেন। রাষ্ট্রপতির অধস্তন কর্তৃপক্ষ অন্যান্য পদাধিকারীদের নিযুক্ত করে থাকেন। তবে সাধারণত প্রথম শ্রেণীর কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যকদের নিয়োগের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরামর্শ করা হয়ে থাকে।

বর্তমানে গ্রুপ-এ কৃত্যক ৩৪টি এবং গ্রুপ-বি কৃত্যক ২৫টি। কয়েকটি গ্রুপ-এ কেন্দ্রীয় কৃত্যকের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলি হল : কেন্দ্রীয় ইনজিনীয়ারিং কৃত্যক, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য কৃত্যক, কেন্দ্রীয় তথ্য কৃত্যক, কেন্দ্রীয় আইন কৃত্যক, ভারতীয় পররাষ্ট্র কৃত্যক, ভারতীয় ডাক কৃত্যক, ভারতীয় পরিসংখ্যান কৃত্যক, ভারতীয় আর্থনীতিক কৃত্যক প্রভৃতি। বেশ কিছু গ্রুপ-এ কেন্দ্রীয় কৃত্যকের অনুরূপ গ্রুপ-বি কেন্দ্রীয় কৃত্যক আছে। গ্রুপ-সি কেন্দ্রীয় কৃত্যকের মধ্যে করণিকের পদ বর্তমান। গ্রুপ-ডি কেন্দ্রীয় কৃত্যক কায়িক

শ্রমের পদ নিয়ে গঠিত। মর্যাদা, সম্মান, বেতন কাঠামো, ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধার বিচারে কেন্দ্রীয় কৃত্যকসমূহের মধ্যে 'ভারতীয় পররাষ্ট্র কৃত্যক' (IFS–Indian Foreign Service)-এর স্থান শীর্ষে। কেন্দ্রীয় কৃত্যক হলেও, ভারতীয় পররাষ্ট্র কৃত্যক, পর্যায়ক্রমিক বিচারে 'ভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যক' (IAS-Indian Administrative Service)-এর পরেই অবস্থিত। আবার বেতনক্রমের বিচারে, 'ভারতীয় পররাষ্ট্র কৃত্যক', 'ভারতীয় পুলিশ কৃত্যক' (IPS-Indian Police Service)-এর উর্ধ্বে অবস্থিত।

কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীর সংখ্যা বিপুল। এই সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। অধ্যাপক মাহেশ্বরী প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৫৬ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৮ লক্ষ। ১৯৮৪ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩৭.৮৭ লক্ষ। ১৯৮৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের এই কর্মচারীদের মধ্যে ১৫.০৫ লক্ষ নিযুক্ত ছিল রেলে, ৬.৮৪ লক্ষ নিযুক্ত ছিল ডাক ও তারে, ৭.২৩ লক্ষ নিযুক্ত ছিল প্রতিরক্ষায় এবং অবশিষ্ট ৮.৭৫ লক্ষ নিযুক্ত ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য বিভাগসমূহে। শ্রেণীগত বিন্যাসে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সমস্ত কর্মচারীদের অবস্থান ছিল এই রকম : প্রথম শ্রেণী (গ্রুপ-এ)—০.৬৮ লক্ষ, দ্বিতীয় শ্রেণী (গ্রুপ-বি)—০.৮০ লক্ষ, তৃতীয় শ্রেণী (গ্রুপ-ডি)—২২.৮৭ লক্ষ, চতুর্থ শ্রেণী (গ্রুপ-ডি)—১৩.৩১ লক্ষ এবং শ্রেণীবিন্যাসের বাইরে ছিল—০.২১ লক্ষ।

কেন্দ্রীয় কৃত্যকের সদস্যদের চাকরি রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল। তবে এঁদের চাকরির নিরাপত্তার ব্যাপারে সংবিধানিক বিধিব্যবস্থা বর্তমান। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ব্যতিরেকে এঁদের পদচ্যুতি, অপসারণ বা পদমর্যাদা হ্রাস করা যায় না। অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সঙ্গত সুযোগ দিতে হয়। কিন্তু চাকরির নিরাপত্তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এই সমস্ত ব্যবস্থা ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত অভিযুক্তদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

(২) রাজ্য কৃত্যক (The State Services)

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির শাসনকার্য পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীন কৃত্যক বর্তমান। রাজ্য সরকারের অধীন সরকারী কর্মচারীদের রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক বলা হয়। এই কৃত্যকের অন্তর্ভুক্ত কর্মচারী ও আমলারা হলেন পুরোপুরি রাজ্য সরকারের কর্মচারী। রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যকের অন্তর্ভুক্ত হল পুলিশ কৃত্যক, প্রশাসনিক কৃত্যক, বিচার কৃত্যক, শিক্ষা কৃত্যক, চিকিৎসা কৃত্যক, সমবায় কৃত্যক প্রভৃতি। পুলিশ, কৃষি, ভূমিরাজস্ব, জনস্বাস্থ্য, বন, কৃষি প্রভৃতি রাজ্য কৃত্যকের দ্বারা পরিচালিত হয়। রাজ্য সরকারের অধীন সকল কৃত্যকই হল রাজ্যের জনপালন-কৃত্যকের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু জেলাশাসক, জেলার পুলিশ সুপার, পুলিশের ইন্‌স্‌পেকটর জেনারেল (I. G), বিভাগীয় কমিশনার প্রভৃতি রাজ্য সরকারের পদাধিকারীরা রাজ্যের জনপালন-কৃত্যকের অন্তর্ভুক্ত নন। এঁরা হলেন সর্বভারতীয় প্রশাসনিক ও পুলিশ কৃত্যকের সদস্য।

রাজ্য কৃত্যকের কর্মচারীরাও চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত। এই চারটি শ্রেণী হল : প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, তৃতীয় শ্রেণী ও চতুর্থ শ্রেণী (Class I, Class II, Class III & Class IV)। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পদগুলি গেজেটেড (Gazetted) ; বাকীগুলি নয়। গেজেটেড পদাধিকারীদের নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি ক্ষমতা রাজ্যপালের হাতে ন্যস্ত থাকে।

রাজ্যপাল রাজ্যকৃত্যকের কর্মচারীদের নিযুক্ত করেন। তিনি রাজ্যের রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এই নিয়োগ করেন। রাজ্যকৃত্যকের কর্মচারীরা রাজ্যপালের নিয়ন্ত্রণাধীন। তবে রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের চাকরির নিরাপত্তার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিধি-ব্যবস্থা বর্তমান।

(৩) সর্বভারতীয় কৃত্যক (The All-India Service)

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য ।। উপরিউল্লিখিত দু-শ্রেণীর কৃত্যক ছাড়াও ভারতের সংবিধানে আর এক ধরনের কৃত্যকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ হল সর্বভারতীয় কৃত্যক। কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের বিষয়গুলি পরিচালনার জন্য সর্বভারতীয় কৃত্যক সৃষ্টি করা হয়েছে। আম্বেদকর (Dr. B. R. Ambedkar) বলেছেন : "The Constitution provides that without depriving the state of their right to form their own civil services there shall be an All-India Service recruited on All-India basis." ভারতের রাষ্ট্রকৃত্যকের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই সর্বভারতীয় কৃত্যক। ভারতের সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারসমূহ উভয়ের জন্যই সর্বভারতীয় কৃত্যক সৃষ্টি করা হয়েছে। সর্বভারতীয় কৃত্যকের ব্যবস্থা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচিত হয়। আম্বেদকর এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : "The dual polity which is inherent in a federal system is followed in all federations by a dual service. In all federations, there is a Federal Civil Service and a State Civil Service. The Indian Federation, though a dual polity, will have a dual service, but with one exception." এ প্রসঙ্গে মাহেশ্বরী (S. R. Maheswari) তাঁর *Indian Administration* শীর্ষক রচনায় মন্তব্য করেছেন : "A remarkable feature of the administrative system in

federally governed India is the deliberate retention of the All-India Services, the personnel of which are interchangeable between the Central and State Governments.''

সংবিধানের ৩১২ (২) ধারা অনুসারে সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার প্রাক্কালে 'ভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যক' (Indian Administrative Service–IAS) এবং 'ভারতীয় পুলিশ কৃত্যক' (Indian Police Service–IPS) নামে যে দুটি সর্বভারতীয় কৃত্যক বর্তমান ছিল সেগুলি সংসদীয় আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়েছে বলে বিবেচিত হয়। সর্বভারতীয় কৃত্যকের মধ্যে এ দুটি কৃত্যক এবং 'ভারতীয় বৈদেশিক কৃত্যক' (Indian Foreign Service–IFS) সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাযুক্ত বলে গণ্য হয়।

সর্বভারতীয় কৃত্যকসমূহ ।। সংবিধানের ৩১২(১) ধারায় আরও বলা হয়েছে যে, রাজ্যসভা উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে যদি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে জাতীয় স্বার্থে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির জন্য এক বা একাধিক সর্বভারতীয় কৃত্যক সৃষ্টি করা দরকার বা সমীচীন তা হলে পার্লামেন্ট আইনের মাধ্যমে এক বা একাধিক সর্বভারতীয় কৃত্যক সৃষ্টি করতে পারে। সংবিধানে প্রদত্ত ক্ষমতার ভিত্তিতে ১৯৬২ সালে ভারতীয় পার্লামেন্ট কতকগুলি সর্বভারতীয় কৃত্যক গঠন করে। এই সর্বভারতীয় কৃত্যকগুলি হল 'ভারতীয় প্রকৌশলী কৃত্যক' (Indian Engineering Service), 'ভারতীয় অরণ্য কৃত্যক' (Indian Forest Service), 'ভারতীয় অর্থনৈতিক কৃত্যক' (Indian Economic Service), এবং 'ভারতীয় চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য কৃত্যক' (Indian Medical and Health Service)। 'ভারতীয় শিক্ষা কৃত্যক' (Indian Educational Service) এবং 'ভারতীয় কৃষি কৃত্যক' (Indian Agricultural Service) ১৯৬৫ সালে গঠন করা হয়েছে। সংবিধানের ৪২তম সংশোধন (১৯৭৬)-এর মাধ্যমে 'সর্বভারতীয় বিচার-বিভাগীয় কৃত্যক' (All-India Judicial Service) গঠন করার ক্ষমতা পার্লামেন্টকে দেওয়া হয়েছে। তবে এখনও এই কৃত্যক গঠিত হয় নি। সর্বভারতীয় কৃত্যকসমূহের মধ্যে 'ভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যক' (IAS–Indians Administrative Service)-ই হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ। সিং ও সাক্সেনা *Indian Politics* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেছেন ঃ ''The IAS is the paramount civil service in the country sitting over the pyramid of the labyrinthine bureaucratic apparatus of the various orders of Governments in India.''

পার্লামেন্ট আইনের মাধ্যমে সর্বভারতীয় কৃত্যকের কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাদি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। পার্লামেন্ট ১৯৫১ সালে 'সর্বভারতীয় কৃত্যক আইন' (All-India Service Act, 1951) প্রণয়ন করেছে। তদনুসারে 'ভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যক ও ভারতীয় পুলিশ কৃত্যক'-এর নিয়োগ ও চাকরির শর্তাদি নিয়ন্ত্রিত হয়। সর্বভারতীয় কৃত্যকগুলির অন্তর্ভুক্ত কর্মচারীদের নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই ন্যস্ত। তবে সর্বভারতীয় কৃত্যকের কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাজে নিযুক্ত হতে পারেন, আবার রাজ্য সরকারের কাজেও নিযুক্ত হতে পারেন। অর্থাৎ এঁদের কর্মক্ষেত্রের পরিধি কেন্দ্রীয় সরকারের এবং রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত।